মেহেরপুর পৌরসভার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করলেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান। বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে তিনি মেহেরপুর পৌরসভায় পৌছান। এসময় পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন তাকে ফুলেল শুভেচছা জানান।

পরে পৌরসভার বর্জ্য নিষ্কাশন কেন্দ্র, সুপেয় পানি উৎপাদন কেন্দ্রসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করেন। পরে পৌর সম্মেলন কক্ষে ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল হক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তুষার কান্তি পাল,অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হাফিজ-আল-আসাদ, আর ডি সি কাজী অনিক ইসলাম, সহকারী কমিশনার নাহিদ হোসেনসহ পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারিগন এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এম. পি এর উপহার হিসেবে শীতার্তদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ।

বৃহস্পতিবার সকালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেনের বাসভবনে ২য় পর্যায়ে এই শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয় ।

এ সময় মেহেরপুর জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধন বলেন

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেনের উপহার হিসেবে ২য় পর্যায়ে ৫শ পরিবারে মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করেন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আদিব হোসেন আসিফ, সাধারণ সম্পাদক কুতুবউদ্দিন, জেলা ছাত্র লীগের দপ্তর সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন, সহ সম্পাদক অপূর্ব কুমার রায়, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক ইজাজ আহমেদ, তানমুন ইসলাম, প্রতাব সাহা সহ বিভিন্ন নেতা কর্মী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে পুকুর থেকে তোলা হচ্ছে বালু, হুমকির মুখে ফসলি জমি

মেহেরপুর সদর উপজেলার অন্তর্গত বারাদি ইউনিয়ন সিংহাটি গ্রামে অবাধে চলছে বালু উত্তোলন। সিংহাটি গ্রামের হারদা বিলের অপরপাশে মাঠে প্রায় বিশ দুটি পুকুর থেকে অবৈধ ড্রেজার মেশিন বসিয়ে গভীর গর্ত খুঁড়ে চলছে একটি অসাধু চক্রের বালু উত্তোলনের মহাযজ্ঞ।

এসব বালু উত্তোলনের ফলে এলাকার ফসলি জমি গুলো হুমকির মুখে পড়েছে। বদলে যাচ্ছে জমির শ্রেণি। এতে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হচ্ছে এলাকার লোকজনের।

এছাড়াও উক্ত বালু বহনে ব্যবহার করা হচ্ছে যন্ত্রদানব খ্যাত ট্রাক্টর। এসব ট্রাক্টর পরিবেশ বিপন্ন করে চলছে দিবানিশি। ট্রাক্টরের বিশাল আকৃতির চাকায় পিষ্ট হচ্ছে গ্রামীণ কাঁচা-পাকা রাস্তাঘাট। প্রায় সকল রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এতে বাসিন্দাদের চলাচলে নেমে এসেছে চরম দুর্ভোগ।

এছাড়াও রাস্তা দিয়ে বেপরোয়া গতিতে ট্রাক্টর চালানোর ফলে ধুলোবালি উড়ে এলাকার পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। এতে গ্রামবাসীর মাঝে বাড়ছে রোগ-বালাই। কিন্তু বালু উত্তোলকারী চক্রটিকে কোন ভাবেই দমানো যাচ্ছে না।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে ফসলি জমির মাঝখানে যেন বালুর চর জেগে উঠেছে। প্রতিদিন এই জায়গা থেকে অন্তত ৫০-১০০ গাড়ি বালি উত্তোলন করে বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় করা হচ্ছে। নিন্মমানের এই বালু ব্যবহার করা হচ্ছে বিভিন্ন সড়ক নির্মাণের কাজে। প্রতিদিন শত ট্রাক বালু উত্তোলন ও বিক্রি করে বালু ব্যবসায়ীরা লাভবান হলেও এলাকার ফসলি জমি হুমকির মুখে পড়ছে। মেহেরপুর প্রতিদিন

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর ধারা ৫ এর ১ উপধারা অনুযায়ী পাম্প ড্রেজিং বা অন্য কোনো মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ বালু বা মাটি উত্তোলন করা যাবে না। সরকারি অনুমোদন ছাড়া বালু বা মাটি কাটা দণ্ডনীয় অপরাধ। এ অপরাধে জেল জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে।

এলাকাবাসী অভিযোগ করে বলেন, বালু উত্তোলনকারীরা প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান। ভয়ে কিছু বলতে পারিনা আবার কিছু বললেও তারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করে না।

মেহেরপুরের গাংনী পল্লী বিদ্যুতের সাব-জোনাল অফিসের ভুতুড়ে বিলে দিশেহারা হামিদুল

মেহেরপুরের গাংনী পল্লী বিদ্যুতের সাব-জোনাল অফিসের ভুতুড়ে বিলে দিশেহারা হামিদুল নামের একটা চা বিক্রেতা। চা বিক্রেতা হামিদুল ইসলাম ছাতিয়ান কামার পাড়ার বাসিন্দা এবং বাজারে তার একটি ছোট্ট চায়ের দোকান রয়েছে।

হামিদুল ইসলামের অভিযোগ, আমি একটি ছোট্ট চায়ের দোকানদার। সে গত আগস্ট মাস থেকে এ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিলের কাগজ দেখিয়ে বলে আমার বাড়ির বিচারে প্রতি মাসে ৪শত থেকে ৫শত টাকা বিল আসে।

হঠাৎ করে জানুয়ারি মাসে আমার নামে বিল আসে ১২ হাজার টাকা। আমি অফিসে গিয়ে ডিজিএম কম স্যারের কাছে অভিযোগ দিলে তিনি অফিসের এক

নারী সদস্যকে ডেকে কী যেন বলল। ওই নারী সদস্য আমাকে একটি ৫ হাজার টাকার বিল এর কাগজ হাতে ধরিয়ে বলল তিন মাসের কিস্তি করে পুরো বিলটি শোধ করে দিবেন।

আমি কিভাবে এই বিল পরিশোধ করব তা ভেবে পাচ্ছি না। এ সময় অনেকেই অভিযোগ করে বলেন, এই অফিসার যোগদানের পর থেকে বিভিন্ন রকম সমস্যা ও গ্রাহক হয়রানি হচ্ছে। এই গ্রাহক হয়রানির সুষ্ঠু সমাধানের দাবি জানান তারা।

বামন্দী সাব-জোনাল অফিসের ডিজিএম কম শামীম হোসেন মিটার রিডার এর ঘাঁড়ে দোষ চাপিয়ে দায় এড়িয়ে যান। বামন্দী বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম বাবু বিষয়টি মীমাংসা করার আশ্বাস দেন।

আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটিতে তৃতীয়বার সদস্য হলেন মেহেরপুরের ইমন

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটিতে তৃতীয়বারের মতো সদস্য হয়েছেন মেহেরপুরের মোহাম্মদ আব্দুস শুকুর ইমন (এমএএস ইমন)। বুধবার ৩ জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভাপতি শেখ হাসিনার নির্দেশে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ কমিটির অনুমোদন দেন।

এমএএস ইমন এর রাজনীতিতে পদার্পণ সেই ছাত্রজীবন থেকেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ১৯৯৫ সালে এস এম হল শাখার ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে ১৯৯৭ সালে ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সমাজসেবা সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে ২০০২ সালে সদস্য হিসেবে ছিলেন।

এছাড়াও টানা ৬ বছর পেট্রোবাংলার অধীনস্থ রুপান্তরিত প্রাকৃতিক

গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন। বর্তমানে তিনি আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলার একমাত্র দৈনিক পত্রিকা মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রকাশক।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা হোসেন তওফিক ইমাম (এইচ টি ইমাম) কে চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রচার সম্পাদক আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি কে সদস্য সচিব করে মোট ৩৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের উপ-প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, যুগ্ম সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ এমপি, এনামুল হক চৌধুরী খসরু, কাসেম হুমায়ুন, সুভাষ সিংহ রায়, তারিক সুজাত, সাদিকুর রহমান চৌধুরী পরাগ, রফিকুল ইসলাম কহিনুর, কাজী নাসিম আল মমিন রুপক, কামিল হোসেন ঢালী, আব্দুল্লাহ আল মামুন তোফাজ্জল, ফয়সল আহম্মেদ রিয়াদ, বদরুল আলম বাবু, সৈয়দ নুরুল ইসলাম, জগদীশ এষ, এম শওকত ওসমান লিখন, মহিনুর রহমান মঈন, রইচউল আলম মোল্লা, আরিফুল ইসলাম বাপ্পী,

ইমরুল পারভেজ শিমুল, মুমতাহিনা রীতু, আরিফা রহমান রুমা, আশরাফ সিদ্দিকী বিটু, আব্দুস শুকুর ইমন, গোলাপ সামদানি হিল্লোল, নাজমুল মুন্সি, জহিরুল ইসলাম শাহীন, গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, রাশেক রহমান, সালাউদ্দিন রিপন, রাশেদুল ইসলাম রাসেল, একেএম শরিফুল ইসলাম বাবু। ২০২২ সাল পর্যন্ত এ কমিটি দায়িত্ব পালন করবে।

মেপ্র/এমএফআর

৭ তারিখ থেকে জেলায় করোনা ভ্যাকসিন প্রয়োগ, মেহেরপুরে

www.surkkha.gov.bd

প্রতিনিধি এম এফ রুপক সহ দুই প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকগন।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে উদ্যোক্তা এসোসিয়েশন এর কমিটি গঠন

উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (বিডা) বাংলাদেশ এর সৌজন্যে মেহেরপুর জেলা উদ্যোক্তা এসোসিয়েশন এর কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আজ বুধবার বিকাল সাড়ে তিন টার সময় যুব ভবনের হল রুমে এই কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

এস এম এনামুল আজিম রাশেদ কে সভাপতি ও মো: হুসাইন ফারুক কে সাধারণ সম্পাদক করে ৪৬ সদস্য বিশিষ্ট মেহেরপুর জেলা উদ্যোক্তা এসোসিয়েশন কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন, সহ-সভাপতি মো: সরোয়ার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মো: শরিফুল ইসলাম (পলাশ), অর্থ সম্পাদক মো: আমজাদ হোসেন,
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মো: মোস্তাফিজুর রহমান, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক মো: আব্দুল আলিম,

সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো: মুরাদ আলী, দপ্তর সম্পাদক মো: আছাদুজ্জামান, ধর্ম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মো: রফিকুল ইসলাম, মো: আতিকুজ্জামানসহ ১৩ জন কে নিবাহী সদস্যসহ মোট ৪৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুরের কৃষি হবে যান্ত্রিক কৃষি জেলা প্রশাসক

উৎপাদন খরচ হ্রাস ও বেশি ফলন পাওয়ার লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা এই প্রথম শুরু হয়েছে যন্ত্র দিয়ে ধান রোপণ কার্যক্রম।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে বাথানাপাড়া মাঠে ৫০ একর জমিতে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার দিয়ে ধান রোপণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মুনছুর আলম খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক বলেন, খোরপোষ কেন্দ্রিক কৃষি থেকে আজকের কৃষি হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক কৃষি। মেহেরপুর জেলা কৃষি নির্ভর ও কৃষি উন্নত জেলা।

এ জেলার প্রতি ইঞ্চি মাটিই কৃষকরা কাজে লাগাই ফসল উৎপাদনে। বর্তমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার। কৃষিতে সরকারিভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণোদনা দিচ্ছে। বিজ্ঞান ভিত্তিক কৃষি হলে জেলার কৃষকরা একদিন আর্থিক ভাবে সাবলম্বি হবে।

এ বিষয়টি মাথায় রেখে এবং অল্প সময় ও কম খরচে কৃষকরা যেন তাদের ফনল উৎপাদন করতে পারে তার জন্য কৃষকদের মাথে ট্রান্সপ্লান্টার মেশিন কৃষকদের দেয়া হচ্ছে। এ মেশিন কৃষকরা পেয়ে অনেকটাই আনন্দের সাথে গ্রহন করেছেন। আগামীর কৃষি হবে যান্ত্রিক কৃষি।

বুধবার দুপুরে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেক, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক স্বপন কুমার খাঁ,উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার কেএম শাহাবুদ্দীন আহম্মেদ,রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু।

২০২০-২১ রবি মৌসূমে সরকারের প্রণোদনা কর্মসুচীর আওতায় বোরো হাইব্রিড ধানের সমলয় চাষাবাদ ব্লক প্রদর্শনীর আওতায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছেন গাংনী উপজেলা কৃষি অফিস। যন্ত্র দিয়ে ধান রোপণ কার্যক্রম সাড়া ফেলেছে এলাকার কৃষকদের মাঝে।

অনুষ্ঠানে এলাকার কৃষাণ কৃষানীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ফসলি জমি নষ্ট করে পুকুর খনন, মাটি বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন ইট ভাটায়

জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতিমালা লংঘন করে এলাকার প্রভাবশালীরা নির্বিঘেœ ফসলি উর্বর কৃষি জমি নষ্ট করে পুকুর খননের নামে ব্যাপক হারে মাটি উত্তোলন করছে। ফলে এলাকার সাধারণ জমির মালিকেরা চরমভাবে হতাশ। ফসলি জমি থেকে অবৈধভাবে মাটি কাটার পর তা পরিবহনের জন্য পাকা ও কাঁচা সড়ক ব্যবহার করা হচ্ছে। মাটি বোঝাই যন্ত্রদানব ট্রাক্টর চলাচল করার কারণে রাস্তায় মাটি পড়ে তা অন্যান্য যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। আর সড়কগুলো নষ্ট হওয়ায় ভোগান্তি পোহাচ্ছে এলাকার সর্বস্তরের জনসাধারণ।

প্রশাসনের নাকের ডগায় অবৈধ্য ভাবে ফসলি জমির মাটি সাবাড় করলেও জোরালো কোন পদক্ষেপ না নেয়ার কারণে জেলা জুড়ে চলছে অবৈধ মাটি উত্তোলন।

এতে দিন দিন কমে আসছে আবাদি জমি। বিশেষ করে তিন ফসলি জমিতে পুকুর খনন করায় খাদ্য ফসল উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব পড়তে যাচ্ছে। মেহেরপুর সবজি চাষ খ্যাত একটি জেলা। সবজির পাশাপাশি সব ধরনের ফসল উৎপাদন হয়ে থাকে। বছরের প্রায় সব সময় পাওয়া যায় সবজি। জেলার অর্থনীতি সমৃদ্ধ করছে সবজি চাষ। তবে আশঙ্কাজনকহারে আবাদি জমিতে পুকুর খননের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

স্থানীয়রা অভিযোগ করে বলেন, প্রত্যেক দিন ৮০ থেকে ১০০ গাড়ি মাটি উত্তোলন করে সেই মাটি ট্রাক্টর দিয়ে বহন করে নেওয়া হচ্ছে আশেপাশের বিভিন্ন ভাটায়। মাটি কাটার কারণে আমাদের ফসলি জমিগুলো বিনষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া মাটি বহনের সময় যে পরিমান ধুলো উড়ছে তাতে করে রাস্তাতে চলাচল করা খুবই মুশকিল হয়ে পড়ছে। রাস্তাগুলো চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। ধুলোতে যেমন নষ্ট হচ্ছে আশেপাশের পরিবেশ আবার ঘটছে সড়ক দূর্ঘটনা।

তারা আমাদের কোন কথায় কর্ণপাত না করে দিনরাত বিরতিহীন মাটি খনন

করেই চলেছে। এভাবে মাটি কাটা চলতে থাকলে আমাদের জমিসহ আশেপাশের জমি ভেঙ্গে যাবে। সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের কাউসার গোভীপুর-হরিরামপুর সড়কের পাশে জমির মাটি কেটে ভাটায় বিক্রি করছেন।

বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের সামনে প্রায় দশ বিঘা জমির মাটি কেটে মোটা টাকার বিনিময়ে ইটভাটায় বিক্রি করছেন জমির মালিক বাড়িবাকা গ্রামের বাবু হাজী।

এছাড়াও বাড়িবাকা গ্রামে বিপ্লব নামের এক ব্যক্তি একই কায়দায় মাটি বিক্রি করছেন ভাটায়। এলাকায় যেন পুকুর খননের মহোৎসব চলছে। কৃষকরা না বুঝে যেমন হারাচ্ছেন তাদের উর্বর ফসলি জমি, অন্যদিকে আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছেন এক শ্রেণির প্রভাবশালী মাটি ব্যসায়ীরা।

“বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার” রচনা প্রতিযোগিতায় সেরা মেহেরপুরের নাজমিন

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে “মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার, সুরক্ষিত হবে মানবাধিকার” এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে “বঙ্গবন্ধু ও মানবাধিকার” শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কতৃক আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় মেহেরপুর থেকে মোট ৪৮০ জন প্রতিযোগী অংশ নেয়। এতে একশ জন বিজয়ীকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

এর মধ্যে মেহেরপুর থেকে ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ১০ম শ্রেনীর ছাত্রী নাজমিন আক্তার সেরা সম্মাননা পুরুষ্কার লাভ করেন।

মঙ্গলবার মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম এর কাছ থেকে সম্মাননা পুরুষ্কার গ্রহন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম,ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিনারুল ইসলাম ।

মেপ্র/এমএফআর